তৃণমূল যাত্রা দল হয়ে গেছে: শমীক

দীপেন গুপ্ত

পুরুলিয়া, ১৯ নভেম্বর

‘তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত একটা যাত্রা দলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে।’ বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে এভাবেই তৃণমূলকে বিঁধলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, ‘শীত পড়েছে। এবার যাত্রা আসবে গ্রামে গ্রামে। নাম হবে ‘প্রতীক তুমি কার’, ‘ঘাসফুল তুমি কার’। তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত একটা যাত্রা দলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম এখন বই নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। বলছে, পড়াশোনা করতে হবে। আপনারা তো ৩৪ বছর ধরে মানুষকে পড়ালেন। তারপর মানুষ আপনাদের ফেল করিয়ে দিল। এখন গ্রামের দিকে দেখা যাবে, তৃণমূল সিপিএমকে ডাকছে— এই এদিকে এসো। কী প্রেম, ভাবা যায় না! তৃণমূলের দুঃখে বিকাশ ভট্টাচার্য কাঁদছেন। বিকাশবাবু কেঁদে চলেছেন আর মামলা করে চলেছেন। নির্বাচন যেদিনই হোক না কেন, সিপিএম থাকবে না, তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে না। কংগ্রেস মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে উঠছে।’

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শমীক বলেন, ‘রাজ্যে ১৫ হাজার দুর্গাপুজো বেড়েছে এবং মানুষের মধ্যে আর আগের মতো ভয় নেই।’ তিনি বলেন, ‘বিজেপির লড়াই মুসলমান বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নয়।’ তবে তাঁর অভিযোগ, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ব্যাপক ভাবে ধর্মান্তরকরণ চলছে। কোনও ভাবেই এই ধরনের কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না। শিল্পী ভাতার নামে টাকা তোলার অভিযোগ নিয়েও সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোথাও কোনও কর্মীর বিচ্যুতি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বকে জানাতে হবে। পুরুলিয়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘বিজেপিকে এক বছর সময় দেওয়া হোক। এই সময়ের মধ্যে এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ, আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।’ আগামী তিন বছরের মধ্যে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।

এসআরএফটিআই: ৫ পড়ুয়ার বহিষ্কারের নির্দেশ স্থগিত কর্তৃপক্ষের

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঁচজন পড়ুয়ার বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসমিতির (ইসি) বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে ছিলেন উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৫ অক্টোবর মোট ৬ জন পড়ুয়াকে দুটি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কার করেন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই নির্দেশ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পড়ুয়াদের আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটির সামনে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেই ইসির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার দীপক কুমার। তবে একজন পড়ুয়ার ক্ষেত্রে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে।

অজয় কুমারকে পুনর্নিয়োগ

সদ্য অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অজয় কুমারকে রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ডাইরেক্টরেটের ডিজি অন স্পেশ্যাল ডিউটি পদে পুনর্নিয়োগ করল। আগামী এক বছরের জন্য তিনি ওই পদে থাকবেন। তাঁর ভাতা ও বেতন বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারেই পাবেন। প্রসঙ্গত, অজয় কুমার ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের ১৯৯৩ ব্যাচের আইপিএস। এডিজি (হেড কোয়ার্টার) পদ থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন।

সরকারি কর্মীদের ‘ফেসিয়াল’ হাজিরা

আজকালের প্রতিবেদন

কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে মোবাইল অ্যাপে বাধ্যতামূলক ‘ফেসিয়াল’ হাজিরা চালু হচ্ছে ১ ডিসেম্বর থেকে। দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘ম্যানুয়াল’ ব্যবস্থায় হাজিরা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। এবার, মুখের ছবি বা ফেসিয়াল রেকগনিশনের মাধ্যমে তাঁদের দৈনন্দিন উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ভাবে রেকর্ড করতে হবে। সরকারি বিধি অনুযায়ী, ‘এফআরবিএএস’-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপস্থিতির রেকর্ড, দপ্তরে দেরিতে আসা, অনুপস্থিতি, ছুটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি

১ ডিসেম্বর থেকে চালু

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। অ্যাপে মুখ দেখিয়ে হাজিরা না দিলে বেতন বা ছুটির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন কর্মীরা।

প্রশাসন সূত্রে খবর, কর্মসংস্কৃতি ফেরানো, দেরিতে কাজে আসা কিংবা বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র সদর দপ্তর বা কারিগরি ভবনেই নয়, এই নিয়ম কার্যকর হবে দপ্তরের শাখাগুলিতেও। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা সমস্ত ডিরেক্টরেট এবং প্যারাস্ট্যাটাল সংস্থাকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। রাজ্য, আঞ্চলিক এবং জেলা স্তরের সমস্ত অফিস এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদেরও এই অ্যাপের আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডানকানসের বন্ধ ১৪ চা-বাগান খুলতে ২০০ কোটি লগ্নির প্রস্তাব তরাই গ্রুপের

অলক সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর

চলতি মাসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গে এসে সমস্ত বন্ধ চা-বাগান খোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। মাস না কাটতেই ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে হাজির তরাই গ্রুপ। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ১৪টি বন্ধ চা-বাগান পুনরুজ্জীবিত করতে এবং প্রায় ২৫ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমিক পরিবারের সঙ্কট কাটাতে ইতিমধ্যে সেই বিনিয়োগ প্রস্তাব জমাও দিয়েছে তরাই গ্রুপ।

১১ নভেম্বর রিজোলিউশন প্রফেশনাল (আরপি), কমিটি অফ ক্রেডিটর্স (সিওসি) এবং এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চে এই প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার ডিরেক্টর রাজেশ সিঙ্ঘানিয়া। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকেও গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন তাঁরা।

দুই বছর ধরে অচলাবস্থা চলছে। অস্থায়ী পরিচালকেরা চলে যাওয়ায় বকেয়া মজুরি, পিএফ ও ইএসআই দায় বেড়েছে এবং চা গাছের ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় শীতকালীন পরিচর্যার মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বাগান চালুর দাবি উঠেছে।

তরাই গ্রুপ জানিয়েছে, অনুমোদন পেলে তাৎক্ষণিক ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে এবং ১০০ কোটি টাকা মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে। ছয় মাসের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো এবং পাঁচ বছরে ঋণদাতাদের ১৫ শতাংশ বেশি অর্থ ফেরতের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এনসিএলটি ও রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে বাগডোগরা, লোহাগড় ও রাজা-সহ একাধিক বাগান পুনরুজ্জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই গোষ্ঠী। তরাই গ্রুপ দায়িত্ব পেলে সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলেই আশা সব মহলের।

আবু নাসের খান চৌধুরির জীবনাবসান

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ১৯ নভেম্বর

বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর মৃত্যু হল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, মালদার বর্ষীয়ান নেতা আবু নাসের খান চৌধুরির (লেবু)। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্মানীয় আবু নাসের খান চৌধুরি (লেবু বাবু) মহোদয়ের প্রয়াণে আমি ব্যথিত। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন,

মুখ্যমন্ত্রীর শোক



আবু নাসের খান চৌধুরি

বন্ধু ও অনুগামীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।’

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ কলকাতার বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয় বলে আত্মীয়রা জানিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনি খান চৌধুরির ছোট ভাই ছিলেন লেবুবাবু। ২০১১ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের কংগ্রেস প্রার্থীপদে জয়ী হন লেবুবাবু। তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী করা হয় তাঁকে। ২০২১ সালের পর থেকে বার্ধক্যজনিত কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ভাইপো তথা কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান চৌধুরি, মৌসম বেনজির নুর। কোতুয়ালিতে গনি খান চৌধুরির সমাধির পাশেই তাঁকে কবরস্থ করা হবে।

নিকিতার মৃত্যু

● ১ পাতার পর

এবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হতে চলেছে। চোপড়ার নিকিতা সাহা দাস স্বামী সমীর দাসের (সৌভিক) সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায় সিটং যান। সেখানে হোমস্টে-তে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। অভিযোগ, বারবিকিউতে চিকেন তৈরির সময় অসাবধানতাবশত দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেন সেখানকার এক কর্মী। তৎক্ষণাৎ আগুনের গোলা নিকিতাকে গ্রাস করে নেয়। সমীর তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলেন, কিন্তু ততক্ষণে মারাত্মক দগ্ধ হন নিকিতা। কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে টানা ২ মাস চিকিৎসার পর মৃত্যু হল তাঁর। সমীর দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯, ১১৮(২) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১০৯ ধারা হত্যার চেষ্টার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৬ সেপ্টেম্বর মামলা দায়েরের পর তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় ৪ জনকে। তাঁরা হলেন হোমস্টে-র মালিক নিহাল অজরাল, অংশীদার এবং হোমস্টে-র দায়িত্বে থাকা পবনকুমার আগরওয়াল, কর্মী দীপেন লামা এবং নাসিরউদ্দিন। নাসিরউদ্দিন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা। বাকি তিনজনই কার্শিয়াঙের। ঘটনার পর কার্শিয়াং প্রশাসন অনিবন্ধিত ওই হোমস্টেটি সিল করে দেয়।

আবাসের বাড়ি পেতে টাকা দিলে অনুমোদন বাতিল হবে: দিলীপ

গৌতম মণ্ডল

ফলতা, ১৯ নভেম্বর

আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে কেউ টাকা চাইলে সরাসরি থানায় অভিযোগ জানান। এমনকী, কেউ টাকা দিয়ে থাকলে তাঁর বাড়ির অনুমোদনও বাতিল করা হবে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার ফতেপুরে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে এসে এমনই কড়া বার্তা দিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন রুখতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে মন্ত্রী বলেন, ‘সরকারি সুবিধে পাওয়ার জন্য কাউকে কোনও টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা দাবি করলে ভয় না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে হবে। পাশাপাশি টাকা দিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তার অনুমোদন বাতিল করা হবে।’

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের সাফল্য ও আগামী দিনের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে রাজ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ৮৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৭৯ জন উপভোক্তাকে ব্যক্তিগত শৌচাগার নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটি পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। এই অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হয়। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ পারিবারিক শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাঠানো হয়েছে। বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে আরও ৬০ কোটি টাকা দেওয়ার পাশাপাশি ২৫ হাজার উপভোক্তাকে ব্যক্তিগত শৌচাগার নির্মাণের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ছিল লক্ষ্মীবাইয়ের জন্মদিন। এদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জন্মজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

আল আমিন মিশনকে স্কুল করার এনওসি

আল আমিন মিশন, জেসুইট বা খ্রিস্টান মিশনারি-সহ ৩৯টি সংস্থাকে স্কুল করার এনওসি দিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, ‘এই ৩৯টির মধ্যে আল আমিন মিশনও রয়েছে। আল আমিন মিশন, খলতিপুরের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছিল স্কুল করার জন্য। দপ্তরের পক্ষ থেকে এদিন এনওসি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ইংরেজি, বাংলা মাধ্যমের অনেক স্কুল আছে। জেসুইট বা খ্রিস্টান মিশনারির কিছু স্কুলও রয়েছে।’ একই সঙ্গে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী জানান, এনওসি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ফাইলগুলি আগের সরকারের সময় থেকে দীর্ঘ দিন আটকে ছিল।

বাঁকুড়া শাখা
জেল রোড, পাটপুর, বাঁকুড়া-৭২২১০১

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১৪.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹১৬,১৪,৭৭৮.০৬/- (ষোল লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশো আটাত্তর টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র) + ১৫.০৬.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি পরিশোধের জন্য মিঃ ধর্মেন্দ্র মিশ্র, পিতা মিঃ মিথিলেশ মিশ্র, নিবাস গ্রাম-লোকপুর রোড হরিতকি বাগান, পোঃ বাঁকুড়া, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১০২**-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্ট-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ নভেম্বর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **১৪.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹১৬,১৪,৭৭৮.০৬/- (ষোল লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশো আটাত্তর টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র) এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বাঁকুড়া মূল শাখা, জেলা বাঁকুড়া**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আবাসিক সম্পত্তির সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা-কেন্দুয়াডিহি, জে এল নং ২১৩, এল আর খতিয়ান নং ৬৩২১, সি এস খতিয়ান নং ৪৩৬, এল আর প্লট নং ৩৩৬৩, সি এস প্লট নং ১১১০, থানা বাঁকুড়া, পোঃ বাঁকুড়া, জেলা বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০২, জমির মাপ ০.০২৫ একর। দলিল নং I-১৪৭১/২০০৬ অনুসারে সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: রামেশ্বর মিশ্র; দক্ষিণ: প্লট নং ১১০৮ এর বাকি অংশ; পূর্ব: ৫ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম: প্লট নং ১১০৭ এর বাকি অংশ।

এডিএসআর বাঁকুড়ায় নথিভুক্ত দলিল নং I-১৪৭১/২০০৬ অনুসারে সম্পত্তিটি মিঃ ধর্মেন্দ্র মিশ্র পিতা মিঃ মিথিলেশ মিশ্রর নামে।

সেরসাই আইডি: ৪০০০৬৮৪১৫২৭৪

তারিখ: ১৮.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বাঁকুড়া ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

কাঁথি শাখা
হাতাবাড়ি কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৫.০৫.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক **₹৭,৭৪,৮০২.১১/- (সাত লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশো দুই টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৫.২০২৬** থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা মিঃ মৃগাঙ্ক শাসমল, সহ-ঋণগ্রহীতা মিঃ বিশ্বজিৎ শাসমল, উভয়ের নিবাস গ্রাম-বাঁকাবেড়িয়া, পোঃ-কাঁথি, থানা-কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১ এবং মিঃ বিশ্বজিৎ জানা (জামিনদার), গ্রাম সতিকেশ্বর, পোঃ অযোধ্যাপুর, পা কন্টেন, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১**-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্ট-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ নভেম্বর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹৭,৭৪,৮০২.১১/- (সাত লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশো দুই টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) তৎসহ ০১.০৫.২০২৬ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কাঁথি শাখা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (সেরসাই আইডি ৪০০০৩২৯৬২৮৪৭)

০৭.০৩.২০০৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-২৮৮৭ অনুসারে মিঃ মৃগাঙ্ক শাসমল ও মিঃ বিশ্বজিৎ শাসমলের নামে জমি ও বাড়ির সমবন্ধক, জেলা বাঁকুড়া, মোট ৪ ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ, এল আর প্লট নং ৫৯১, মৌজা বাঁকেবেড়িয়া, জে এল নং ৩১৫, খতিয়ান নং ৪৭০, থানা কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: প্লট নং ২৮৬; দক্ষিণ: প্লট নং ৫৯০; পূর্ব: খাল; পশ্চিম: প্লট ৫৯২।

সেরসাই সিকিউরিটি আইডি: ৪০০০৩২৯৬২৮৪৭

তারিখ: ১৮.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কাঁথি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা



ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক | **West Bengal Gramin Bank**

ওজস / রাইটস বিল্ডিং টাওয়ার 'সি', ৬ থেকে ৯ নং ফ্লোর, প্লট নং ডিজে/২০, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬০, ওয়েবসাইট: www.wbgb.bank.in

সংশোধনী

১৯.১১.২০২৬ তারিখে 'আজকাল' এবং 'দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' পত্রিকায় প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, সিউড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্তর্গত দেউচা শাখার ক্রমিক নং ৫৫-এ উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা মিঃ প্রবীর সরকারের ক্ষেত্রে, সংশোধিত সংরক্ষণ মূল্য, ইএমডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ₹২,২৭,৫০০.০০, ₹২২,৭৫০.০০ এবং ₹৩,০০০.০০-এর পরিবর্তে যথাক্রমে ₹৫,২৪,৭০০.০০, ₹৫২,৪৭০.০০ এবং ₹৬,০০০.০০ পড়তে হবে। প্রকাশিত অন্যান্য সমস্ত বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।

অনুমোদিত আধিকারিক

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩ (১)(এ) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ নং ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১
কেস নং: ওএ/৮৪/২০২৬
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫ সাব-রুল (২এ)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।
ইএগ্রএইচ নং: ৭৭০৫
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী মন্টু টোলা
প্রতি,
১) শ্রী মন্টু টোলা, পিতা- বিষ্ণুপদ টোলা, গ্রাম ও পোঃ- খাগদা, থানা- এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪৫২
২) শ্রীমতি সুচরিতা টোলা, স্বামী-মন্টু টোলা, গ্রাম ও পোঃ- খাগদা, থানা- এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪৫২
সমন
যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে ওএ/৮৪/২০২৬ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল **₹৩৮,১৩,৬২৪.০০/-** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি-সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্